সমকাল

তারিখ ... 17 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ......

সাতক্ষীরায় থানায় নির্যাতনে শিক্ষকের মৃত্যুর অভিযোগ

■ সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

নাশকতার মামলায় গ্রেফতারের পর সাতক্ষীরা সদর থানায় পুলিশের নির্যাতনে এক মাদ্রাসা শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে গতকাল শনিবার ভোরে মাওলানা সাঈদুর রহমান (৪৮) নামে ওই শিক্ষকের মৃত্যু হয়। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতারের পর দাবি করা এক লাখ টাকা ঘুষ না পেয়ে সাঈদুরের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায় পুলিশ। এতে তার মৃত্যু হয়। তবে ঘুষ দাবি ও নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ।

নিহত সাঈদুর রহমান সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কাথণ্ডা গ্রামের দিলদার সরদারের ছেলে। জেলার কলারোয়া উপজেলার হঠাৎগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসার সুপার ছিলেন তিনি। পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে সদর থানার এসআই আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল নাশকতার দুটি মামলায় নিজ বাড়ি থেকে সাঈদুরকে গ্রেফতার করে।

নিহতের পরিবারের ভাষ্য, গ্রেফতারের পর সাঈদুরকে কাথণ্ডা বাজারে নেওয়া হয়। এ সময় তাকে নির্মমভাবে মারধর করে পুলিশ। অবস্থা খারাপ হতে থাকায় বাজারের পল্লী চিকিৎসক আবদুল্লাহর চেম্বারে নিয়ে সাঈদুরকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ সময় তার ভাতিজা মুত্তাসিম বিল্লাহ ৫০০ টাকা এনে চাচাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু পুলিশ এক লাখ টাকা ঘুষ দাবি করে। এ টাকা দিতে না পারায় সাঈদুরকে থানায় নেওয়া হয়।

নিহতের ভাই রফিকুল ইসলাম ও ভাতিজা মুত্তাসিম বিল্লাহ অভিযোগ করে বলেন, শুক্রবার দিনভর থানায় পুলিশ হেফাজতে রেখে সাঈদুরের ওপর দফায় দফায় নির্যাতন করা হলে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। পরে পুলিশ তাকে সাতক্ষীরা হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে বিকেলে আদালতে হাজির করে। আদালত তাকে কারাগারে পাঠান।

সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের সুপার হাফিজুর রহমান জানান, রাতে কারাগারে সাঈদুর রহমান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে কারা হাসপাতালে নেওয়া হয়। মধ্যরাতে তাকে স্থানান্তর করা হয় সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ফরহাদ জামিল বলেন, হাসপাতালে আনার পর সাঈদুরকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। শনিবার ভোরে তিনি মারা যান। লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। সাঈদুরের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে ডা. ফরহাদ জামিল জানান।

এ ব্যাপারে সদর থানার এসআই মো. আসাদুজ্জামান বলেন, আমি সাঈদুর রহমানকে গ্রেফতার করলেও নির্যাতন করিনি, ঘুষও চাইনি। তিনি আগে থেকেই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। গ্রেফতারের পর তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। এর পর তার মৃত্যু সম্পর্কে আর কোনো তথ্য আমার কাছে নেই।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.সি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর